সংকলন প্রসঙ্গে

বীতশোক ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত কবিতাগুলো দুটো খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০র ভেতর লেখা কবিতাগুলো থাকছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বেশ কিছু কবিতার মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি ১৯৭৪ সালের একটি ডায়েরির পাতাগুলোতে সযত্নে কেটে সাঁটানো ছিল। কবিতাগুলোর পাশে, যে পত্র-পত্রিকায় সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, বীতশোক কলমে তার নাম লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে প্রকাশকাল লেখা ছিল না। এভাবে সাঁটা সব কবিতাই যে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো ছিল এমন নয়। মনে হয় কোনো এক অবসরে পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি কেটে তারপর ডায়েরিতে তিনি সাঁটিয়ে রেখেছিলেন। এবং এই কাজ করার সময় হয়ত তাঁর হাতের কাছে সমস্ত মুদ্রিত কবিতার কপি ছিল না। অথবা আগের লেখা কবিতা পরে মুদ্রিত হয়েছে এমনও হতে পারে। মোটামুটি সত্তর দশকের লেখা এই কবিতার অনেকগুলো তাঁর 'তিনজন কবি', 'অন্যযুগের সখা' এবং 'শিল্প' কাব্যে গ্রন্থিত হয়েছিল। বাকি কবিতা এখানে গৃহীত হল।

বীতশোক প্রায় ক্ষেত্রেই রচিত কবিতার নিচে বা উপরে তারিখ লিখে রাখতেন। অনেকক্ষেত্রেই ডায়েরিতে সাঁটা মুদ্রিত কপি এবং হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি দুটোই পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে কবিতাগুলোর রচনাকাল নির্ণয়ের সুবিধে হয়েছে।

এই ডায়েরিটি ছাড়া বীতশোক আর কোথাও তাঁর কবিতা গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে উদ্যোগ দেখাননি। বইয়ের তাক, আলমারির মাথা, পুরোনো ফাইল, লেখার কাগজের স্তূপ— আক্ষরিক অর্থে তাঁর ঘরের যত্রতত্র থেকে এ সংকলনের বাকি কবিতা উদ্ধার করা গেছে : হলুদ-হয়ে-যাওয়া কাগজ, ধূলিমলিন, ছেঁড়া, এবং অনেক সময় পোকায়-কাটা। অগোছালো এই কবিতাগুলোর কপি পাওয়া গেছে তিনভাবে। কিছু কবিতা পাওয়া গেছে তাঁর বাড়ির নানা স্থানে লাট-হয়ে-থাকা পত্র-পত্রিকার স্তূপ থেকে, যে পত্র-পত্রিকার সবগুলোতেই যে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এমন নয়। এই রচনাগুলোর প্রকাশকাল বোঝা যাচ্ছে। আরও কিছু কবিতা পাওয়া গেছে পত্রিকায় মুদ্রিত, কিন্তু পত্রিকা থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে রাখা। আর বাকিগুলি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। বীতশোকের অনেক কবিতারই একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, অনেকসময় মুদ্রিত কপি ও পাণ্ডুলিপি দুটোই উদ্ধার করা গেছে। এক্ষেত্রে মুদ্রিত রূপটি এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে। পোকায়-কাটা যে পাণ্ডুলিপির এক বা একাধিক শব্দ অন্য কোনোভাবেই উদ্ধার করা যায়নি, সেগুলোকে এই গ্রন্থে রাখা হয়নি। বীতশোকের হস্তাক্ষর ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। এই গ্রন্থে অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোথাও একটিও শব্দ বসানো হয়নি।

বীতশোকের যে কবিতাগুলোর রচনাকাল/প্রকাশকাল পাওয়া যায়নি, এই সংকলনে সেগুলো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে। বীতশোকের কবিতার বিবর্তনের তিনটি বা চারটি পর্যায় ছিল বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয় ও রচনারীতির ওপর নির্ভর করে এই অনুমান করতে হয়েছে। ফলে এমন কবিতাগুলোকে বিশেষ কোনো

ম্লান করে দিতে সাধ ৭৬ অননুমোদিত ৭৭ নব্যপ্রস্তরের মতো ৭৭ ডেকেছে, জাহাজে এসো ৮০ হাজার জাহাজ সেই ৮০ ডেক বিবমিষাময় ৮১ ঘোড়া ৮২ অন্ধ পাটাতন ধরে ৮২ ওষ্ঠের পাথর ৮৩ স্বর্ণদেহ জাহাজের ৮৩ চক্ষু মনে করি ৮৪ ঠিকানা চেয়েছো কেন ৮৪ কিশোর অস্পৃশ্য রূপ ৮৪ কাঠমলাটের মধ্যে ৮৫ মোজা ৮৫ শীর্ণ ও শুভ্রাকে ৮৬ বস্তুত পাথর ৮৭ অপ্রতিভ তারি দিকে ৮৭ অন্য মানুষের হাতে ৮৮ দাঁড়কাক ৮৮ তোমাদের সঙ্গে দেখা ৮৯ চয়ন ৮৯ শোবার ঘরের গল্প ৯০ ভয় ৯০ যে হলুদ ৯১ ভিলানেল ৯১ সতীর্থ কবির মতো ৯২ ঈষৎ সরিয়ে সাম্যে ৯২ মানুষ সর্বস্ব তার ৯৩ ধ্বনি ৯৩ নিয়মের অধিকার ৯৪ চোখ ৯৫ বিদ্ধ হয়ে ফিরে যাব ৯৫ নিজস্ব জানালা ৯৬ আয়না ৯৬ বৌদ্ধযুগ ৯৭ অনুনয় ৯৮ দেওয়াল ৯৯ জপমালা ৯৯ ঘুমভাঙার স্বপ্ন ১০০ পরিচর্যা ১০১ মায়া ১০২ গান ১০২ নীলবাস ১০২ আরতির শেষ পদ্ম ১০৩ বিকেল ১০৩ স্বপ্নের কুসমকলি ১০৪ এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে ১০৪ বস্ত্রস্তূপ তার ১০৫ তোমার দয়ার জন্য ১০৬ সে কি ততদূর ১০৬ তুমি যে একা ঝুলে আছো ১০৭ বৃংহণ ও নীল রাজা ১০৭ পরিচয়ে চিতা পোড়ে ১০৮ ভ্রান্তিবিলাসের কাচে ১০৯ কেন যে গাহনদৃশ্য ১০৯ খুব অভিমানভরে মধ্যরাত ১১০ শীতার্তের ভঙ্গি মধ্যরাতে ১১০ কেন ঘুম নষ্ট করো ১১১ এতদিনে ডাকি আমি ১১২ যা রয়েছে ক্ষমাবাষ্প ১১২ এমন জোৎস্নার দেশে ১১৩ ঘর অন্ধকার করে ১১৩ ফাল্গুনের ১১৪ তবু অধিকারবোধ ১১৪ দীর্ঘশ্বাস কতদূর ১১৫ মুখোশ ১১৫ স্বপ্ন দেখি তোমার প্রহার ১১৬ এই দশচক্রে এসে ১১৬ ঝড় ১১৭ লক্ষ ১১৭ আবার ঝিঁঝির শিঙে ১১৮ স্থির নৃত্য ১১৮ দর্পণের ঋণ ১১৯ রোমাঞ্চের মতো ১১৯ সুঘ্রাণ প্রাসাদ ১২০ সামান্য সন্ত্রস্ত হয়ে ১২০ সামান্য বস্তুর মতো ১২১ সমান শব্দের কাছে ১২১ আকার ১২২ অঞ্জলি ১২২ পিণ্ড ১২২ আবহমান ১২৩ তুমি থাকো এসে ১২৪ পঠন ১২৪ আনয়ন ১২৫ হামলা ১২৫ প্রেমিক ১২৬ অধিকার ১২৬ পাঠ ১২৬ তোমায় ১২৭ আজ দ্বিপ্রহরও নেই ১২৭ অরক্ষণীয়া ১২৮ অবলোকন ১২৯ মানুষের মুখে ১৩১ চূড়াকলস ১৩২ যৌথ ১৩২ থেমে আসাই ভালো ১৩৩ অরক্ষণীয়া ১৩৩ আমি ব্যর্থতাই বলি ১৩৪ শিলাবৃষ্টি ১৩৫ সর্বতোভদ্র ১৩৫ প্রণয়-পুঁথি ১৩৬ মেঘের মধ্যে ১৩৬ তিন হাজার বর্ষ আগে ১৩৭ দাগ ১৩৭ অন্তরা ১৩৮ থাকো ১৩৮ মণিপদ্ম ১৩৯ তোমার দেহ না বনদেবী ১৪০ ছায়া শরীরের দাবি ১৪১ চলে যেত একদিন ১৪১ ভিতরে গুঞ্জন ধ্বনি ১৪২ এর বেশি নিস্তব্ধতা ১৪২ আরো অপ্রতিভ হব ১৪৩ তাদের মন্ত্রের গুণে ১৪৩ আসি ১৪৩ প্রতিশ্রুতি, তা ছিল না ১৪৪ অথচ কেন যে হাওয়া ১৪৪ জলের জীবন খুঁজে ১৪৫ তোমার দৃষ্টির নীচে ১৪৫ বৃষ্টি ১৪৬ তোমার বিচিত্র দয়া ১৪৬ নীল জানালায় থেকে ১৪৭ তুমিও পাথর থেকে ১৪৭ বালিকা ১৪৮ সৃষ্টি ১৪৮ ঝরনা ১৪৯ ভাস্বতী ১৫০ প্রসব ১৫০ তার গহ্বরের মধ্যে ১৫১ জাগরুণ আরও দূর ১৫১ তার কবিতা ১৫২ হৃদয় ১৫৩ চোখের আলোয় ১৫৩ সহবাস ১৫৪ একটি তিল থেকে ১৫৫ আজীবন ১৫৫ ঘণ্টা ১৫৬ মেঘ ১৫৬ গান ১৫৬ কদলীরাজ্যের মধ্যে থেকে ১৫৭ জ্যোৎস্নারাত ১৫৮ বুকের উপরে ১৫৯ মায়াজাল ১৬০ ধারাবাহিক ১৬১ পারণ ১৬১ অভিলাষ ১৬১ প্রেমপত্র ১৬২ শবাচ্ছাদন ১৬৫ স্থিরচিত্র ১৬৫ মেঘদূত ১৬৬ শিকার ১৬৬ দেবীপাহাড় ১৬৭ প্রহরা ১৬৭ জুজু ১৬৭ সিঁড়ি ১৬৮ প্রপাত ১৬৮ পুরুষ ১৬৯ লগ্ন ১৬৯ দ্বিভাষা-সূক্ত ১৭০ বাণ ১৭০ দত্তক ১৭১ সুপর্ণা ১৭১ মাতৃকা ১৭২ পালন ১৭২ ন'মাস ১৭৩ টোপ ১৭৩ রূপটান ১৭৪ অসুখ ১৭৪ জীবক ১৭৫ মৎস্যপুরাণ ১৭৫ কর্পূর ১৭৬ গর্ভ ১৭৬ শ্যামদেশ ১৭৭ ট্যাবু ১৭৭ ইচ্ছামৃত্যু ১৭৮ পুরাণকাহিনি ১৭৯ সমোচ্চারণ ১৭৯ গল্প ১৮০ চন্দ্রোদয় ১৮০ বধ্যভূমি ১৮১ মুণ্ডশিকার ১৮১ দেবদাসী ১৮২ শরীর ১৮২ প্রতিরোধ ১৮৩ বাচ্চা ১৮৪ বাড়ি ১৮৫ দুগ্ধপাথরের স্তন ১৮৫ সাংগীতিক পাখি ১৮৬ স্ফারিত শুশ্রূষা ১৮৬ ভাই ছুটি ১৮৭ যাত্রা ১৮৭ পোশাক ১৮৮ পরম্পরা ১৮৮ অনাত্ম ১৮৯ অনুপুঙ্খ ১৮৯ অভিচার ১৯০ স্থলপদ্ম ১৯০ অনভ্র ১৯১ ধূমাবতী ১৯১ বজ্রগীতি ১৯২ জলের যমজ ১৯২ মন্ত্র ১৯৩ বর্ষাভিসার ১৯৪ পুরোহিত ১৯৪ মায়াদণ্ড ১৯৫ জলধনুক ১৯৫ অলক্ষ্মী ১৯৬ জলস্ফটিক ১৯৭ চান্দ্রমাস ১৯৭ লক্ষ্মণ ১৯৮ ফুঁ ১৯৮ গাঁওবুড়ো ১৯৯ দ্বৈরথ ২০০ কস্মৈ দেবায় ২০০ বনবিবি ২০১ ক্যারল্ ২০২ শপথলতা ২০৩ শিল্প ২০৪ গঙ্গা ২০৫ উড়কাট ২০৫ প্রতীক ২০৬ উড়ন্ত রাজা ২০৭ পূর্বপুরুষ ২০৮ বৃন্দাবন খণ্ড ২০৮ রাখালরাজা ২০৯ শ্যামরায় ২১০ সেদিন ২১০ তাপসী ২১১ মুকুট ২১১ গুপ্তচর ২১২ বিদ্যা ২১৩ পাল্কি ২১৩ যমুনা ২১৪ সম্রাজ্ঞী ও ওকগাছের কথোপকথনের এক রাত ২১৫ ডাক ২১৫ নির্মাণ ২১৫ স্বপ্নে ২১৬ মহম্মদ, শোনো ২১৭ চন্দ্রাহত ২১৭ দেয়ালা ২১৮ প্রজাপতি ২১৮ সম্রাজ্ঞী ২১৯ ব্রাত্যস্তোম ২১৯ সংসার ২২০ আদর ২২০ গান ২২১ একটি নিষিদ্ধ ছড়া ২২১ খবর ২২২ সারারাত ২২২ চূড়ান্ত ২২২ ঘটনা ২২৩ বাড়ি ২২৩ খাঁচা ২২৪ তৃষ্ণাজাগর ২২৪ শ্বেত-মুষিক ২২৫ আত্মতা ২২৫ গোপন ২২৬ অস্ত ২২৭ অভিশপ্ত ২২৭ আত্মা ২২৮ নররাক্ষস ২২৯ হ্যামলেট: একটি আদিবাসী পুনর্লিখন ২২৯ মেঘরাজ ২৩০ রাজরোগ ২৩০ তার ভেতরে ২৩১ ফেরাই ২৩২ বিজিত ২৩২ স্বীকারোক্তি ২৩৩ বিষগাছ ২৩৩ রামাংগা ২৩৪ আহুতি ২৩৫ অপেক্ষা ২৩৫ ব্যক্তিগত ২৩৬ অভিজ্ঞান ২৩৭ আমরা মৃত্যুর জন্য ২৩৮ প্রতিধ্বনি ২৩৯ মাগো ২৪০ নিরুদ্দিষ্ট ২৪০ যযাতি ২৪১ মাঙ্গল্য ২৪২ স্বীকারোক্তি ২৪৩ দৈনন্দিন ২৪৩ অয়ন ২৪৪ হংসপদিকা ২৪৫ ভর ২৪৫ অতিজীবিত ২৪৬ পুনর্ভবা ২৪৭ রটন্তী ২৪৮ প্যাস্টোরাল ২৪৯ গালিভার ২৪৯ উল্টোরথ ২৫০ অনুদ্ধারণীয় ২৫১ কোন আসনে ২৫১ আবহ ২৫২ কুমারসম্ভব ২৫৩ মাতা নন তিনি ২৫৬ অনেকদিন পরের লেখাকে ২৫৭ ঘুম ২৫৮ ভৈরবীগান ২৫৮ পটভূমিকার মতো ২৫৯ ভ্রমণবৃত্তান্ত ২৬০ উত্তরকাণ্ড ২৬০ হাইনের জন্য একবার ২৬১ শান্তিনিকেতন যেতে ২৬২ গহন ২৬২ ভাসান ২৬৪ শোকপ্রস্তাব ২৬৪ আকাশআঙ্গিকে ২৬৫ প্রতিমা ২৬৭ জীবনপাত্র ২৬৮ সম্পর্ক ২৬৮ বর ২৬৯ নির্বাণ ২৭০ অজাতক ২৭০ নদী ২৭১ তাই আমি আত্মতাশিকারী ২৭২ মেয়ে ২৭৩ যুগান্তর ২৭৪ তোমাকে: পাঠভেদের জন্য ২৭৫ যাওয়া ২৭৬ এইভাবে ২৭৬ সঞ্চারিণী ২৭৭ গোড়ালি ২৭৭

অনুকথন

নির্মিত মুখের দিকে অপু দাস ২৭৮

এবং অবশেষে হয়তো একটা বিবর্তনের ধারা এইবার স্পষ্ট রূপ নিতে চলেছে, তিনি কীভাবে শুরু করেছিলেন, কীভাবে কোথায় এসে পৌঁছেছিলেন শেষপর্যন্ত (যদি তাকে শেষ বলা যায়, নাকি অকস্মাৎ মৃত্যু তাঁকে অর্ধপথে থামিয়ে দিয়েছে?), তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পটের মতো মেলে ধরতে পারা যাবে বোধহয়। ধারাবাহিক, তবু ঠিক সরলরৈখিক সমতলিক নয়। বীতশোকের কবিতায় একটা কম্বুরেখ পথের কথা বারবার ফিরে এসেছে—যা পাক খেয়ে ফিরে আসে এবং একই সঙ্গে অন্য তলে এগিয়ে যায়। বীতশোকের কবিতার বিবর্তনের ধারাতে এমন একটা আদল খুঁজে পাওয়া যাবে।

বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল মণীন্দ্র গুপ্তর উদ্যোগে ১৯৭৪-এ। 'তিন জন কবি' নামের সেই সংকলনে রামেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী ও মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতার সঙ্গে বীতশোকের ষোলোখানি কবিতা স্থান পেয়েছিল। কবিতাগুলির লেখার সময়কাল ১৯৭২-৭৪। তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই 'শিল্প' (১৯৮৬)। সেই সংকলনে প্রকাশিত কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১৯৭৬-৮০-র মধ্যে। ১৯৭২-৭৪ সময়কালের আরো কিছু কবিতা নিয়ে তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অন্যযুগের সখা' প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৯১এ। 'নতুন কবিতা'র রচনাকাল আশি দশকের মাঝামাঝি, আর প্রকাশকাল ১৯৯২। 'এসেছি জলের কাছে' গ্রন্থে কবিতা ছিল ষোলোটি, ১৯৯৩এ মুদ্রিত এ কবিতাগুচ্ছ ঈষৎ আগে লেখা হয়েছিল। 'দ্বিরাগমন'-এর কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল ১৯৮৮-৮৯-এ, চার-চার পঙ্‌ক্তির দুটো স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতাগুলোর পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭-এ তা মুদ্রিত হয়। বীতশোকের অন্য তিনটি কাব্য 'বসন্তের এই গান' (২০০১), 'প্রদোষের নীল ছায়া' (২০০১) এবং 'জলের তিলক' (২০০৩)। এই তিনটি বইএর কবিতাগুলির রচনাকাল আর গ্রন্থনকাল প্রায় সমসাময়িক। এছাড়া তাঁর 'কবিতা সংগ্রহ' বইটিতে আরও কিছু অগ্রন্থিত কবিতা স্থান পেয়েছিল। সব মিলিয়ে বীতশোকের গ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা ৬১১, আর বর্তমান সংকলন দুটিতে তাঁর আরও ৭৩৫টি কবিতা উদ্ধার করে সংগৃহীত হল। কিন্তু আমরা নিশ্চিত আরও কিছু কবিতা আমরা এখনও উদ্ধার করে উঠতে পারিনি। বীতশোকের 'কবিতা সংগ্রহ', 'জলের তিলক' এবং বর্তমান সংকলন দুটি পাশাপাশি রেখে পড়লে বীতশোকের কবিতার বিবর্তনের ধারাটি স্পষ্ট হতে পারবে।[১]

চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বীতশোক ভট্টাচার্য কবিতা লিখে গেছেন। এই সময়কালে তাঁর কবিতার বক্তব্য ও লেখার ধরন বারবার বদলেছে। অন্তত তিনটি বা চারটি স্তরে তাঁর এই বিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায়। তবে এদের ভেতরেও এক লপ্তে লেখা কবিতায় আরও সংহত একটা ধরন, বিশিষ্ট কোনো অনুভূতিগুচ্ছ স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায়।

বীতশোকের কবিতায় এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে কারণ কবিতা কী, কবিতা কেন, কবিতা কেমন— এমনসব আন্তরিক ও একান্ত প্রশ্নের অভিমুখ তাঁর কাছে সবসময়

একইরকম থাকেনি। উত্তর নয়, প্রশ্নের অভিমুখ। বীতশোক যত চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেছেন তার বেশিটাই কবি ও কবিতা বিষয়ক। আর কবিতা সম্পর্কিত তাঁর নানা আলোচনা পড়লে বোঝা যায় এমন সব প্রশ্নের কোনো সহজ স্থূল একমাত্রিক উত্তরের কথা তিনি ভাবেননি, বরং তিনি ভেবেছেন প্রশ্নগুলোকে নানা সূক্ষ্ম ভেদে, ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করে, নানান দিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। 'কবি' ও 'কবিতা'র প্রসঙ্গ শুধু তাঁর মননশীল প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় হয়ে থাকেনি, তাঁর কবিতার বিবর্তনের ধারায় এ প্রসঙ্গগুলি স্থায়ী ও পুনরুক্ত হতে দেখা যাবে। শিল্পী চরিত্র কোনো গল্প বা উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে। আরভিং স্টোন ভ্যান গগকে নিয়ে এমন উপন্যাস লিখেছিলেন। অর্থাভাবে দীর্ণ শিল্পী কীভাবে নৈরাশ্য পেরিয়ে সমর্থ তুলির টানে অন্তর্গত আবেগকে একের পর এক চিত্রে রূপ দিয়েছেন— সেই উপন্যাসে তার ভাষ্য আছে। কিন্তু উপন্যাস আর কবিতা প্রকরণগতভাবে ভিন্ন। তবু 'কবি' ও 'কবিতা' নিয়ে লেখা কবিতার সংখ্যা সাহিত্যের ইতিহাসে কম নেই। বীতশোকের কাব্যধারার গোড়া থেকেই 'কবিতা' তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয় হয়ে থেকেছে :

১. শীর্ণতা উন্মুক্ত করি এরকম সাহস হল না;
শাদা প্রদর্শনগুলি খোলা হতো শীতের সকালে;
কে আঘাত, কেন ঢাকা আছো— এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে কবিতার
তৃতীয় পঙ্‌ক্তিটি
শেষ, তবু এখনো প্রকাশ্যভাবে কবিতা হল না
শুরু করা... [নব্য প্রস্তরের মতো]

২. সে কী দূর দেশ থেকে এসে কষ্ট পায়, কষ্টে সৃষ্টে তার
দুঃখের উপায় করে কবিতা লেখার মতো, বাকি বিষণ্ণতা
অথচ মুদ্রার ছলে দান করে ভিখিরিকে...
[সে কি তত দূর]

কল্পনালতা কবিতাকে সম্বোধন লেখা হয়নি এ কবিতা। কবিতা হওয়া না-হওয়া, কবিতা কী— এমনকিছু এখানে রচনার বিষয়। কবিতা কি সমাজ সংসার থেকে সরে এসে দুঃখ বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়? কিন্তু সেই বিষণ্ণতা কি একই সঙ্গে অচল মুদ্রার মতো উপযোগহীন নয়? আমরা কি 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই আপ্ত ধারণায় প্রবেশ করছি? কবিতা কি শীর্ণতা উন্মুক্ত করে দেখানো? যাকে বলে মরবিডিটি? যে কবিতা লেখার সাহস কথকের নেই? আর এই অক্ষমতার বোধ কি বোঝায় না এমন কবিতা লেখার অচেতন আকাঙ্ক্ষা তাঁর আছে? কিন্তু এখনই কোনো চটজলদি সিদ্ধান্ত করা সঠিক হবে না। তবু কবিতার সঙ্গে আঘাতের সম্পর্কটি এখানে অস্পষ্ট নয়। বীতশোক জেনেছেন আধুনিক কবিতা পাঠক-পাঠিকাকে কোনো মনোরম সৌন্দর্যলোকে নিয়ে যাবে না :

এমন একদা ঝরে
বিষাক্ত গুল্মে ফুল হবে নীল নীল, লোধ্রে তেজ, বৃতি কণ্টকিত;
অকুণ্ঠ ঘ্রাণের কালে যাতে ফুলে ওঠে ওই নাকের পাটার

সংকলন প্রসঙ্গে

বীতশোক ভট্টাচার্যের সমস্ত অগ্রন্থিত কবিতার সংকলন সম্পাদনার কাজ আমরা একলপ্তেই করেছিলাম। বইয়ের আয়তনের কথা ভেবে সেগুলোকে দুটো খণ্ডে ভেঙে দিতে হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পেয়েছিল ২০২০ সালের শুরুতে। নানা কারণে দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশে কিছু দেরি হলো। গত শতকের সত্তর দশকের শেষ থেকে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় সমস্ত অগ্রন্থিত কবিতা এই খণ্ডে স্থান পাচ্ছে। চেষ্টা করা হয়েছে কবিতাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে দেবার। আগের খণ্ডের মতোই সাল-তারিখ সম্বলিত কবিতাগুলোর পাশাপাশি অন্য কবিতাগুলোর বিন্যাসে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে এবং সেই অনুমান যে সবসময় নিশ্চিত হয়েছে এমন দাবি করা হচ্ছে না।

বীতশোকের বেশিরভাগ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছিল গত শতকের শেষ দশকে। সেই বইগুলোতে কবিতা নির্বাচনের সময় তিনি অব্যবহিত আগে লেখা কবিতাগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কখনো কখনো একই সময়ে লেখা কিছু কবিতা, যেখানে বিষয়গত অথবা আঙ্গিকগত সাদৃশ্য আছে, সেগুলোর কথা বিবেচনা করেছিলেন। (যদিও পাণ্ডুলিপি তৈরির সময়কাল ও প্রকাশকালের ভেতর ব্যবধান থেকে গিয়েছিল।) ফলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা অন্য কবিতাগুলো এই প্রথম গ্রন্থবদ্ধ হলো।

আয়তনের কথা ভেবে বীতশোকের অগ্রন্থিত কবিতার সংকলনকে দুটো খণ্ডে ভাগ করে দিতে হয়েছে, কিন্তু তাতে একটা বিষয় লক্ষ করা যাচ্ছে: তাঁর কবিতার বিবর্তনের রূপটি স্পষ্ট ধরা পড়েছে। অগ্রন্থিত কবিতার প্রথম খণ্ড যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের নজরে পড়বে এই খণ্ডে তাঁর কবিতার বিষয় ও ভাষা কতখানি বদলে গেছে। এই বদল হঠাৎ হয়নি। আগের খণ্ডের প্রথমদিকের কবিতা আর এই খণ্ডের শেষদিকের কবিতা পাশাপাশি রাখলে মনে হবে কবিতাগুলো ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা। তবু কিছু প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ ও রচনাকৌশলের কিছু ধরনের অন্তর্নিহিত যোগের

একা ১০৮ বাউল তুমি না ১০৯ তোমার ঘুমের ঘরে ১১০ পেয়েছি তোমার চিঠি ১১১ ওদিকে ১১১ তোমার এ ঘরে এলে ১১২ ভোর হলে ১১৩ গোপন কথা ১১৪ কথা ১১৫ অপরাধ ১১৫ নির্মাণ ১১৬ সেই সূর্যাস্ত ১১৬ নিমন্ত্রণ ১১৭ আলো ১১৮ বলার দিন ১১৯ রূপকথা ১২০ তোমার পথের থেকে ১২০ আরণ্যক ১২১ দেশ গাঁয় ১২২ সে ১২৩ মা ১২৩ দাঁমান্ত ১২৪ কবিশকাঙ্ক ১২৫ সৃষ্টি ১২৭ মাতা ১২৮ শ্লোক ১২৮ নিরাশ্রয় ১৩১ বাঘছাগল ১৩১ জ্বলৎ গাছ ১৩২ ভোর ১৩৩ অন্ধকারে ১৩৪ একাদোকা ১৩৪ অনাহত ১৩৪ আমাদের সীমারেখা ১৩৫ তোমাকে ১৩৬ এই ভোর ১৩৬ জন্মদিনে তোমাকে ১৩৮ সীতা ১৩৯ নমুনা ১৩৯ ঘটম ১৪০ পুনরাগমন ১৪০ ঘরোয়ানা ১৪১ নামমাত্র ১৪২ ইতি ১৪২ শিশুবর্গ ১৪৩ কনকাঞ্জলি ১৪৩ অর্ঘ্য ১৪৪ দ্বিপ্রহরে ১৪৪ কমললতা ১৪৫ রাঢ় ১৪৫ ৭ই পৌষ ১৪৬ নির্বাণ ১৪৬ ফেরা ১৪৬ ভোর ১৪৭ আগমনী ১৪৭ পোস্টমাস্টার ১৪৭ অক্ষর ১৪৮ মুক্তক ১৪৮ নন্দনতত্ত্ব ১৪৯ অর্পণ ১৫০ পরে ১৫০ দাম্পত্য ১৫১ পুরুষ ১৫১ ভারতী ১৫১ চান্দ্রমাস ১৫২ নান্দী ১৫২ ভোর ১৫৩ বৃষ্টি এল ১৫৪ দর্শন ১৫৪ গান ১৫৪ অক্টেভ ১৫৫ মনে-হওয়া ১৫৫ ইতিহাস ১৫৬ উত্তরাকাণ্ড ১৫৬ দিন যাবে ১৫৭ তর্পণ ১৫৭ বিভূতিভূষণের দিনলিপি থেকে ১৫৮ স্থির হও অশান্ত হৃদয় ১৫৯ তুমি বুঝি সেই ১৫৯ গিঁট ১৬০ অনুশাসন ১৬১ বোধন ১৬১ মেয়ের সাক্ষ্য ১৬২ সূত্র ১৬২ লিরিক ১৬৩ ঘরানা ১৬৩ কালীন ১৬৪ প্রতীক ১৬৪ যোগসূত্র ১৬৫ ব্রহ্মাণ্ড ১৬৫ উনিশকুড়ি ১৬৮ কবিকঙ্কণ জানতেন ১৬৮ উৎসর্গ অগ্নিকে ১৬৯ একটি বৈষ্ণব কবিতা ১৭০ একটি শাক্ত কবিতা ১৭০ তর্পণ ১৭১ নরখণ্ড ১৭২ তুমি ১৭২ ত্রিশরণ ১৭৩ শিবরাত্রি ১৭৩ অন্ধবধূ ১৭৪ ধর্মান্তর ১৭৫ ছাপা ১৭৫ পট ১৭৫ জতুগৃহ ১৭৬ মন্দির ১৭৬ ছায়াছবি ১৭৭ পালকের গড়ন ১৭৭ উত্তর ১৭৮ পত্র ১৭৮ সরস্বতী ১৭৯ মোহানার ধারে ১৭৯ স্তব্ধ ১৮০ যোগ ১৮০ তিথি ১৮০ একটি পুরোনো লিরিক ১৮১ রাত্রে ১৮১ নিবিদ ১৮১ বৃষ্টি বিষয়ে ১৮২ উত্তরকাণ্ড ১৮২ জাতিস্মর ১৮৩ এই ঘর ১৮৪ স্থায়ী ১৮৪ রঞ্জনা ১৮৫ বাহন ১৮৬ পহেলা ১৮৬ জীবনানন্দকে ১৮৭ ছাপা ১৮৭ মোহর ১৮৮ লিরিক ১৮৯ রাতে ও ভোরে ১৮৯ প্রস্থান ১৯০ প্রতিশ্রুতি ১৯০ আপনার ১৯১ মুক্তধারা ১৯১ বন্ধুকে: এক ১৯১ বন্ধুকে: দুই ১৯২ আশ্রয় ১৯২ ধ্বনি ১৯৩ মাতৃকা ১৯৩ এ সময় ১৯৪ আমলক ১৯৪ প্রতিফলন ১৯৫ সর্বতোভদ্র ১৯৫ রানিনালা ১৯৬ সংস্কার ১৯৭ প্রান্তিক ১৯৭ অন্ত্যেবাসী ১৯৭ বড়োদিন ১৯৮ ডাক ১৯৮ ঝলক ১৯৯ কাটা বারি ২০০ পাকচক্র ২০১ যেতে যেতে ২০১ সম্পর্ক ২০২ কিলিক ২০২

অনুকথন

নির্মিত মুখের দিকে ২ ২০৩

সত্তরের কোনো কবি-মেয়েকে

তিনটে ছোটো কাগজ তো আজ ডাকে এলো।
আঙুল রেখে আনকোরা এক সংকলনে
নৈহাটিতে পরশু কবি-সম্মেলনে
যাওয়ার কথা, মনে পড়ছে। এলোমেলো

পাতা সাজাই: জন্মতারিখ কার কি সনে
পড়েছে, তার ঠিক আছে কি... একান্নতে?
বাহান্ন যা, তেপান্ন তা-ই? জলের স্রোতে
ঠিকরে ওঠে পাথর, লেখার বিষয়গুলো।

ব্যর্থ প্রেমিক। পেশা, গৃহশিক্ষকতা।
পরীক্ষাতে টোকাটুকির অল্প পরে
নিরীক্ষাময় পদ্য নামাই। একটা, শোনো।
সবাই শুয়ে পড়ার পরেও রান্নাঘরে

আঁচ নেবেনি। আজকে ভেবে তোমার কথা
কবিতা নয়, আঁকিবুকি, এই যা হল।

'ত্রিধারা'

প্রতীক

অঘ্রান শীতের রাত
শিশিরের আঘাতে নিষ্ঠুর
মরে-যাওয়া সব পদ্ম
তুলে আনি অঞ্জলিতে ভরে
এই নাও একান্ত তোমার
পদ্মমুখ পদ্মচোখ পদ্মহাত পদ্মের চরণ
এ তোমার পদ্য নয়, এই পদ্ম তোমারই নাও

সম্পর্ক

বাছুর বা ভেড়ার নয়;
আর-কোনও চামড়ার দামি মলাটে
হাতড়াতে থাকা কারও আঙুল—
গ্রন্থিল শিরদাঁড়ায়, এই
পাঁজরায়,
মর্মর কাগজের ঝিলিমিলি পার হয়ে,
কয়েকটা স্বাক্ষর-সম্বলিত কিছু:
মূল্য নেই, তবে অন্তত একবার
পড়বার জন্যে।

কিলিক

নির্বন্ধন লঘুচেতা নাবিকের মন হত একান্ত রাশভারি:
দুহাতে রশির ভার তুলে নিত, দিত পাক; চক্রান্তের পাকে
ফাঁস দিয়ে গড়ে তুলত গিঁট-গিঁট; না-ফসকানো আঁটুনি গেরোর
সুষম শেকল যাতে সমাপনে আসে সেই তেতো অবসানে।
সমুদ্রশকুন যেন এ মাস্তুলে বসে ফের উড়ে-যেতে-পারি—
ভেবেও তা হয়ে যেত কী বিরাট মাছটার হাড়দাঁড়া, যাকে
নিঃস্ব করে অন্তঃসার ফেলে গেছে এ বালিতে। না হোক বন্দর,
নোঙর তো এখানেই। অনিশ্চিত নিরাপত্তা। ঢেউয়ে স্রোতে বানে
টানটান এই কাছি। আছে তার একমাত্র উৎকীর্ণ পাথর:
মসৃণ ছিদ্রের পথে রাশ-আলগা-হবেই-না এমন গ্রন্থিল
ব্যবস্থায় নিষ্পন্ন সে। আসুক না এইবার ঘূর্ণি-তোলা ঝড়।
নয় দিকে খোলা থাক জল জল; এক দিক লাল হয়ে নীল,
নীল হয়ে হোক লাল। ঘুমন্ত অঙ্কুশ। একা, নিশ্চিন্ত, তৎপর
শুধু এটুকুই জেগে: উৎখননে-ওঠা এই কিলিক-নোঙর।

কিলিক: নোঙর-পাথর অর্থে সতেরো শতক থেকে ইংরিজিতে ব্যবহৃত জাহাজ-চালনা সংক্রান্ত একটি পরিভাষা Killick। ছোট জলযানের জন্যে প্রযুক্ত কিলিক ভারবান ও ছিদ্রবিশিষ্ট খণ্ড-পাথর।

দেশ, ২ সেপ্টেম্বর ২০১২

নির্মিত মুখের দিকে ২

১

বীতশোকের যে কবিতাগুলো গ্রন্থভুক্ত হয়েছিল তার বেশি অংশটাই আশি আর নব্বই দশকের লেখা। এই সময় তিনি হাজার বছরের বাংলা কবিতার সংকলন করছেন। সেই সংকলনের 'মুখপাতে ও শেষপাতে পূর্বসূত্র, প্রাসঙ্গিক ও পরিচায়িকার পৃষ্ঠাগুলিও' নীহাররঞ্জন রায়ের[১] মতো অনেকেরই আগ্রহ ও মনোযোগের বিষয় হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান রচনাতেও তাঁকে এ সময় ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। যেন বাঙালির মূল সারস্বত প্রবাহটিতে তিনি ফিরতে চাইছেন। সন্ধানী আর মননশীল এইসব কাজ তাঁর এ সময়ের কবিতার অনুপূরক ও পরিপূরক হয়ে থেকেছে।

আশি দশক থেকে বীতশোকের কাব্যভাষা সহজ হয়ে এসেছে। ছন্দোবদ্ধ কবিতা লেখার ঝোঁক তাঁর রক্তে ছিল, মাঝে মাঝে গদ্যছন্দে লিখলেও, মিশ্রকলাবৃত্তকেই তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এখন এর পাশাপাশি সাবলীল কলাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে তাঁর প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। তাঁর কবিতার ভাষা প্রায় মৌখিক বুলিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠছে। কাব্যভাষাগত এই পরিবর্তন আসলে কাব্য-বিষয় সম্পর্কে তাঁর পরিবর্তিত বোধের সূচক। 'সংবাদ' নামের একটি কবিতায় তিনি লিখছেন :

কেন নাও আর আমাকে যুক্তির সমীপে,
বুদ্ধির নিরিখে নাও কেন শুধু; জানো নাকি মননের গান
থেমে গেলে ভালো লাগে; লয়ে লয় দিতে পারে হৃদয়ের তান
যে তাল কাটে না খালি নাও আমাকে সেই ভরা বুকের ঢিপঢিপে।

যুক্তি ও বুদ্ধি নয়, থেমে যাক মননের গান। হৃদয়ের তানে নিজেকে মেলাতে চাইছেন এ কবিতার কথক। 'খালি' আর 'ভরা'র আপাত বৈপরীত্যকে বীতশোক একইসঙ্গে উচ্চারণ করতে চান, শূন্যতা আর পূর্ণতা তাঁর কাছে ধরা দেয় একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ রূপে। এই সময় তাঁর কবিতায় একইসঙ্গে মিলে যাচ্ছে হাসি আর কান্না, শব্দ ও নৈঃশব্দ্য এরকম আরো কিছু আপাত বিরোধী, কিন্তু চূড়ান্তে সংশ্লিষ্ট বোধ।

কবিতা রচনা কি শেষপর্যন্ত প্রেমের সমীপে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা নয়? অমিয়ভূষণ মজুমদার যেমন বলতেন সাহিত্যসৃষ্টি এক ধরনের পলায়ন, নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক, বলতেন দিবাস্বপ্ন :

কেন ট্রমা, তা কি জীবনে প্রায় অবশ্যম্ভাবী? অনুমান, যে রকমই হয়ে থাকে, জন্ম এক ট্রমা, মায়ের স্তনচ্যুত হওয়া এক ট্রমা, গোপন পাপবোধ ট্রমা, শরীরে ও মনে ধর্ষিত হওয়ার প্রতীকারহীন যন্ত্রণাও ট্রমা সৃষ্টি করে। এই ট্রমাগুলি থেকে অন্তত পালাতে হয়। দিবাস্বপ্ন

অগ্রন্থিত বীতশোক

বীতশোক ভট্টাচার্য-এর
অগ্রন্থিত গদ্যের সংকলন ১

ভূমিকা ও সম্পাদনা : অপু দাস

ম ন ফ কি রা
www.monfakira.com
www.boipattor.in

মেঘনাদবধ : হেক্টরবধ ১৩৫
আফ্রিকার কবিতা ১৩৯
হাওয়া-জল-আলো ও গল্পগুচ্ছ ১৪৮
'অসম্ভব' সম্ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ ১৫২
সুদূর বাঁশরী ১৫৬
রবীন্দ্রনাথের ছবি ১৭১
যোগাযোগ : আইকনের সন্ধানে ১৭৯
নবজাতক : নব যন্ত্রণার কবিতা ১৮৭
আধুনিক ভারত সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ ১৯৪
রবীন্দ্রভাবনায় মেলা ২১১
কৃষ্টি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ ২১৫
রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখা ২২১
লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ : অন্য চোখে ২২৮
পাঠকের জন্য ২৩৯

প্রাসঙ্গিক তথ্য ২৪৫

ভূমিকা

বীতশোক কবিতাকার, বীতশোক প্রবন্ধকার— তুল্যমান বিচারে কোন দিকটির পাল্লা ভারি হবে, সে-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। অথবা এমন বললে যথার্থ হবে, তাঁর জীবনে কবিতা নির্মাণের পাশাপাশি ভাবনামূলক গদ্য নির্মাণের একটি সমান্তরাল ও সমৃদ্ধ ধারা প্রবাহিত ছিল। আর এ দুটো ধারা, মনে হবে, যেন পরস্পরের পরিপূরক; একে অন্যকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত, একে অন্যকে সমর্থনে উন্মুখ। বীতশোকের কবিতার বইয়ের সংখ্যা বারোটি, তার ভেতর একটি কবিতা সংগ্রহ, যদিও সেটি নির্বাচিত ও অসম্পূর্ণ, একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। তাঁর গদ্য-গ্রন্থের সংখ্যাও বারো। তাঁর জেন গল্প ও জেন কবিতার অনুবাদে কবিত্ব ও ভাবুকতার আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটেছে।

তবু বারোটি গদ্যের বই প্রকাশের পরেও বীতশোকের অনেক প্রবন্ধ/নিবন্ধ অগ্রন্থিত থেকে গেছে। এর ভেতর আছে তাঁর তরুণ বয়সের লেখা কাব্যভাবনা তথা শিল্পভাবনা বিষয়ক কিছু রচনা, যার বেশির ভাগই অধুনা অবলুপ্ত কোনো ছোট পত্রিকায় বেরিয়েছিল, আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা দিক নিয়ে নানা সময়ে লেখা কিছু প্রবন্ধ, আছে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের সেমিনারে অনুরুদ্ধ হয়ে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য-বহুল রচনা, এবং আরো নিজের ভেতরের তাগিদে শুরু করা কোনো-কোনো বড় পরিকল্পনার অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। বীতশোকের কাছের মানুষেরা জানেন, কত বার তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন নিজস্ব তাগিদ ছাড়া আর কোথাও কখনো তিনি লিখবেন না, কত বার কত মানুষের কাছে তিনি বিব্রত হয়েছেন লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও লেখা না-দিতে পারার অপারগতায়। অনেকবার পরিকল্পনা করেছেন, সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের মতো করে তিনি লিখবেন, বড় কিছু লেখা, সময় নিয়ে ধীরে ধীরে, নিজের মতো করে গুছিয়ে, কিন্তু সে-সময় তিনি পেলেন না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একটি রচনা আর একটি